ISBN: 978-93-94449-23-7
(Peer-reviewed)

Different Dimensions of Art, Culture and Education in Ancient India

Dept. of Education, History & Sanskrit (U.G. & P.G.)
in collaboration with I.Q.A.C.
Sitananda College
Nandigram, Purba Medinipur

Editors

Dr. Bhaswati Mukhopadhyay
Dr. Naba Kumar Das
Dr. Sarita Singh

2023

Book Title: **Different Dimensions of Art, Culture and Education in Ancient India**
(Peer-reviewed)
Edited by: Dr. Bhaswati Mukhopadhyay, Dr. Naba Kumar Das, Dr. Sarita Singh.
ISBN: 97-93-94449-23-7
Publication: 27th November, 2023

© Sitananda College, Nandigram, Purba Medinipur.

Publisher: **Bhaskar Raul**
Gangajumuna, Phandar, Belda,
Paschim Medinipur, 721424.

Printed at: Jayanti Printing House, Belda, Paschim Medinipur. 721424

Price: **250/-**

Disclaimer: The editors and publisher are in no way responsible for the informations and views expressed by the contributors.

23. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে প্রতিফলিত মূল্যবোধ শিক্ষা :
একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা
— পবিত্র ভট্টাচার্য 138

24. শিক্ষা ও শূদ্র : প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় শূদ্রের অবস্থান
— পল্লব বৈরাগ্য 142

25. ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ :
একটি প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান
— পিয়াসী ব্যানার্জ্জী 146

26. মৌর্য যুগের শিল্প ও স্থাপত্য
— মোয়াজ্জেম হোসেন 152

27. বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগে শিক্ষার প্রকৃতির পরিবর্তন :
একটি সমীক্ষা
— শম্পা সরকার 158

28. मुक्तदूरस्थशिक्षायाः विकासे भारतीयानुभवः
— अरुप प्रधान 163

29. संस्कृतसाहित्ये रसस्य स्थानविषये एका समीक्षा
— काञ्चन वारिक 169

30. भारतीयशिक्षणपद्धत्यां वैदिकशिक्षणपद्धत्याः प्रभावः
— जयश्री पाल 173

31. ड. यतीन्द्रविमलचतुर्धुरीणविरचितभारतहृदयारविन्दे नारीणामवदानम्
— टोटन भौमिक 177

32. प्रबोधचन्द्रोदयालोके मानवमुक्तिः
— डः पूर्णिमा जाना 184

33. अलंकारनिरूपणे मम्मटविश्वनाथमतयोः तुलनामूलकं समीक्षात्मकमालोचनम्
— डः सोनाली मुखोपाध्याया 195

34. वैदिकजीवनदर्शने महायज्ञानां महत्त्वम्
— सुलोचन राना 202

মৌর্য যুগের শিল্প ও স্থাপত্য

মোয়াজ্জেম হোসেন♦

⊙সূচনা –

ভারতীয় শিল্প স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে হরপ্পায়, এরপর দীর্ঘ সময়, বিশেষ করে মৌর্য যুগের আগের সময় শিল্পকলার তেমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। ব্যতিক্রম ছিল রাজগৃহের শিল্পগুণ বর্জিত প্রস্তর দেওয়াল। তবে এই সময় শিল্পক্ষেত্রে শূন্যতার জন্য দায়ী ছিল কাঠ, মাটি, গজদন্ত প্রভৃতি ভঙ্গুর উপাদান নির্মিত শিল্প নিদর্শন যা কালের করাঘাতে ধ্বংস হয়ে গেছে। সরসী কুমার সরস্বতী, এ.এল. ব্যাসাম প্রমুখ এই শূন্যতার কথা স্বীকার করেছেন। চন্দ্রগুপ্তমৌর্যের সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে এই শিল্প শূন্যতা পূরণ হতে থাকে এবং অশোকের রাজত্বকালে তা উচ্চ শিখরে পৌঁছায়। এর ফলস্বরূপ ভারত শিল্পে বিশেষ করে স্থাপত্য অলংকরণশিল্প পশ্চিম এশিয়ার সংস্পর্শে চলে আসে। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে আফগানিস্তান ভারতের অধিকারে এলে গ্রিকদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক মজবুত হয়। চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোকের গ্রিক সংস্কৃতির প্রতি দুর্বলতা ভারতে শিল্প স্থাপত্যের ভিত্তি তৈরি করে। পারসিকরা সর্বদা সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগী ছিল। যা পারস্যে বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সমন্বয়ে মৌলিক শিল্পশৈলী সৃষ্টিতে সাহায্য করে। মৌর্য যুগে ভারতীয় শাসকদের সঙ্গে গ্রিক শাসকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হওয়ায়, মৌর্য শিল্প কলাতে বৈদেশিক প্রভাব অনিবার্যভাবে এসে পড়ে, কিন্তু শুধুমাত্র বৈদেশিক শিল্পের অন্ধ অনুকরণ নয় এই শিল্পকলাতে ভারতীয় শিল্প, ধর্ম-সংস্কৃতির ছাপও স্পষ্ট ছিল। একদিকে গ্রীক, পারসিক, মিশরীয় শিল্পের প্রভাব ও অন্যদিকে ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির ছাপ, এই দুই এর সমন্বয়ে মৌর্যশিল্প স্থাপত্য প্রাচীন ভারতের শিল্পশৈলীর ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন প্রাথমিক উপাদান যেমন মেগাস্থিনিস এর বর্ণনা, কৌটিল্যের বর্ণনা, অশোকের স্তম্ভ এবং পাটলিপুত্রে খনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং গৌণ উপাদান যেমন পার্সি ব্রাউনের – '*ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার-বুদ্ধিস্ট এণ্ড হিন্দু পিরিয়ড*', এ.কে. কুমারস্বামীর লেখা '*হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান এণ্ড ইন্দোনেশিয়ান আর্ট*', ভি. স্মিথের – '*ফাইন আর্টস ইন ইন্ডিয়া*' প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মৌর্য শিল্প স্থাপত্যের বিদেশীয় ও দেশীয় প্রভাব বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মৌর্য শিল্প স্থাপত্যকে দুভাগে ভাগ করা যায় –

১) দরবারী শিল্প ২) লোকশিল্প

১) দরবারী শিল্প – সম্রাট বা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা শিল্প। পার্সি ব্রাউনের - '*ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার বুদ্ধিস্ট এণ্ড হিন্দু পিরিয়ড*' থেকে জানা যায় যে বারাণসী নিকটবর্তী শিল্পগোষ্ঠী গড়ে ওঠে এবং এই শিল্প গোষ্ঠী দ্বারাই দরবারী শিল্পের অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হয়। কারণ এই শিল্প গুলি প্রযুক্তি, বিষয়বস্তু এবং মসৃণতার মধ্যে অনেক সামঞ্জস্যতা দেখা যায়। দরবারী পৃষ্ঠপোষকতায় রাজপ্রাসাদ, স্তম্ভশিল্প, গুহা-বিহার, স্তূপ প্রভৃতি শিল্প গড়ে ওঠে।

♦সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়, নন্দীগ্রাম।

মৌর্য যুগের শিল্প ও স্থাপত্য

মোয়াজ্জেম হোসেন*

⊙সূচনা –

ভারতীয় শিল্প স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে হরপ্পায়, এরপর দীর্ঘ সময়, বিশেষ করে মৌর্য যুগের আগের সময় শিল্পকলার তেমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। ব্যতিক্রম ছিল রাজগৃহে শিল্পগুণ বর্জিত প্রস্তর দেওয়াল। তবে এই সময় শিল্পক্ষেত্রে শূন্যতার জন্য দায়ী ছিল কাঠ, মাটি, গজদন্ত প্রভৃতি ভঙ্গুর উপাদান নির্মিত শিল্প নিদর্শন যা কালের করাঘাতে ধ্বংস হয়ে গেছে। সরসী কুমার সরস্বতী, এ.এল. ব্যাসাম প্রমুখ এই শূন্যতার কথা স্বীকার করেছেন। চন্দ্রগুপ্তমৌর্যের সিংহাসন আরোহণের সাথে সাথে এই শিল্প শূন্যতা পূরণ হতে থাকে এবং অশোকের রাজত্বকালে তা উচ্চ শিখরে পৌঁছায়। এর ফলস্বরূপ ভারত শিল্পে বিশেষ করে স্থাপত্য অলংকরণশিল্প পশ্চিম এশিয়ার সংস্পর্শে চলে আসে। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে আফগানিস্তান ভারতের অধিকারে এলে গ্রিকদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক মজবুত হয়। চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোকের গ্রিক সংস্কৃতির প্রতি দুর্বলতা ভারতে শিল্প স্থাপত্যের ভিত্তি তৈরি করে। পারসিকরা সর্বদা সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগী ছিল। যা পারস্যে বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সমন্বয়ে মৌলিক শিল্পশৈলী সৃষ্টিতে সাহায্য করে। মৌর্য যুগে ভারতীয় শাসকদের সঙ্গে গ্রিক শাসকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হওয়ায়, মৌর্য শিল্প কলাতে বৈদেশিক প্রভাব অনিবার্যভাবে এসে পড়ে, কিন্তু শুধুমাত্র বৈদেশিক শিল্পের অন্ধ অনুকরণ নয় এই শিল্পকলাতে ভারতীয় শিল্প, ধর্ম-সংস্কৃতির ছাপও স্পষ্ট ছিল। একদিকে গ্রীক, পারসিক, মিশরীয় শিল্পের প্রভাব ও অন্যদিকে ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির ছাপ, এই দুই এর সমন্বয়ে মৌর্যশিল্প স্থাপত্য প্রাচীন ভারতের শিল্পশৈলীর ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন প্রাথমিক উপাদান যেমন মেগাস্থিনিস এর বর্ণনা, কৌটিল্যের বর্ণনা, অশোকের স্তম্ভ এবং পাটলিপুত্রে খনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং গৌণ উপাদান যেমন পার্সি ব্রাউনের – *'ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার-বুদ্ধিস্ট এণ্ড হিন্দু পিরিয়ড*, এ.কে. কুমারস্বামীর লেখা *'হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান এণ্ড ইন্দোনেশিয়ান আর্ট*, ভি. স্মিথের – *'ফাইন আর্টস ইন ইন্ডিয়া* প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মৌর্য শিল্প স্থাপত্যের বিদেশীয় ও দেশীয় প্রভাব বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মৌর্য শিল্প স্থাপত্যকে দুভাগে ভাগ করা যায় –

১) দরবারী শিল্প ২) লোকশিল্প

১) দরবারী শিল্প – সম্রাট বা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা শিল্প। পার্সি ব্রাউনের – *'ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার বুদ্ধিস্ট এণ্ড হিন্দু পিরিয়ড'* থেকে জানা যায় যে বারাণসী নিকটবর্তী শিল্পগোষ্ঠী গড়ে ওঠে এবং এই শিল্প গোষ্ঠী দ্বারাই দরবারী শিল্পের অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হয়। কারণ এই শিল্প গুলি প্রযুক্তি, বিষয়বস্তু এবং মসৃণতার মধ্যে অনেক সামঞ্জস্যতা দেখা যায়। দরবারী পৃষ্ঠপোষকতায় রাজপ্রাসাদ, স্তম্ভশিল্প, গুহা-বিহার, স্তূপ প্রভৃতি শিল্প গড়ে ওঠে।

♦সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়, নন্দীগ্রাম।